D E S C O
Received No 1992
Date 18/07/07

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো)

বাড়ী নং-৩, রোড নং-২৪, ব্লক-কে, বনানী, ঢাকা ।

আন্তঃ অফিস স্মারক

স্মারক নং-ডেসকো/এডমিন-০১/২০০৭/৪২২৮ — তারিখ- ১৮/০৭/২০০৭ ইং ।

প্রতি ঃ
১। উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ (গুলশান/বারিধারা/কল্যানপুর/কাফরুল/পল্লবী)/কোম্পানী সচিব ।
২। ব্যবস্থাপক, বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ (উত্তরা/দক্ষিনখান/টংগী(পূর্ব/পশ্চিম) ।
৩। সহকারী ব্যবস্থাপক (মনিটরিং সেল) ।

হইতে ঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ।

বিষয়ঃ- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যপত্র প্রেরন প্রসংগে ।

সন্ধ্যা ৭.০০টার পরিবর্তে ৮.০০টায় দোকান-পাট, মার্কেট, শপিং মল, বিপনী বিতানসহ অন্যান্য বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি ও ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে প্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যপত্র সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে অত্রসাথ সংযুক্ত করে প্রেরন করা হলো ।

এস এম হাবিবুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

সংযুক্তি ঃ বর্ননা মোতাবেক ।

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য ।

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো ।
০২। পরিচালক (কারিগরী/অর্থ), ডেসকো ।

সন্ধ্যা ৭.০০টার পরিবর্তে ৮.০০টায় দোকান-পাট, মার্কেট, শপিংমল বিপনী বিতান সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি ও ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যপত্র।

ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারায় বিদ্যুৎ ঘাটতির ক্রমবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সংকট মোকাবিলায় বিদ্যুৎ বিভাগ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। লোড শেডিং এর অসহনীয় অবস্থার কিছুটা নিরসনসহ সেচ মৌসুমে সেচ কার্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ তারিখে এক সভায় মিলিত হন। সভায় সকল মার্কেট, শপিং মল ও দোকান-পাট বন্ধের সময়সূচী পরিবর্তনসহ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কিছু দাবী দাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত উদ্যোগের সাথে একমত পোষণ করে সন্ধ্যা ৭টা থেকে দোকান-পাট, শপিং মল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

২। অতঃপর উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদন মোতাবেক দেশে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও ঘাটতি পূরণ এবং জনসাধারণের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে সান্ধ্যকালীন বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত রাখা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় মর্মে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১১৪ এর উপধারা (৪) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সকল দোকান-পাট, মার্কেট, শপিংমল বিপনী-বিতানসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার সময়, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত, সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকা পর্যন্ত নির্ধারণ করে ২৫ ফেব্রুয়ারী/০৭ থেকে কার্যকর করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারী করে।

[?] SCO ADMINISTRATION
[?] No. ...১২৬৩৮...
Date ...১৫-০৭-০৭...

৩। গত ০৮-০৪-২০০৭ তারিখে দোকান মালিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মাননীয় উপদেষ্টার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দোকান মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণ সন্ধ্যা ৭.০০টায় দোকানপাট বন্ধ করার সরকারী সিদ্ধান্তে ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন মর্মে উল্লেখ করে সন্ধ্যা ৭.০০টার পরিবর্তে সন্ধ্যা ৮.০০টা পর্যন্ত দোকান-পাট খোলা রাখার বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। মাননীয় উপদেষ্টা সারাদেশের সকল মার্কেট, শপিংমল ও দোকানপাট সন্ধ্যা ৮.০০টায় বন্ধ করার বিষয়টি সরকারের উপযুক্ত পর্যায়ে উপস্থাপনের আশ্বাস দেন। তবে চলমান সেচ মৌসুম চলাকালে তা বিবেচনা করা সমীচীন হবে না বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি এবং ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির পক্ষে সন্ধ্যা ৭.০০টার পরিবর্তে সন্ধ্যা ৮.০০টা পর্যন্ত দোকান-পাট খোলা রাখার জন্য পুনঃ আবেদন করা হয়। আবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সন্ধ্যা ৭.০০টায় দোকানপাট বন্ধ করার সরকারী সিদ্ধান্তে ব্যবসায়ীগণ খুবই ক্ষতিগ্রস্থ। বর্তমানে ৭টার সময়ই সন্ধ্যা হয় এবং প্রচন্ড গরমের কারণে সন্ধ্যার পর ছাড়া ক্রেতাসাধারণ কেনা-কাটার জন্য বাজারে আসেনা। সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখা সকল প্রকার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত। দোকান মালিক সমিতির আবেদনে সুপারিশ করা হয় যে, রাত্রি ৮.০০টা পর্যন্ত দোকান-পাট খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হলে সন্ধ্যার পর সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতের ব্যবহার অর্ধেকের কম বা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ সবসময়ই খোলা থাকে তাদেরও বিদ্যুতের ন্যূনতম ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে। দোকান মালিক সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে তাদের আবেদনের বিষয়ে মাননীয় বিদ্যুৎ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে ০১/০৭/২০০৭ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় বিদ্যুৎ উপদেষ্টা দোকান মালিক সমিতির প্রতিনিধিদের জানান যে, সরকার তাদের আবেদন সম্পর্কে অবহিত এবং সহানুভূতিশীল। তিনি তাদের আরও আশ্বাস দেন যে, বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উত্থাপন করবেন।

৫। সন্ধ্যা ৮-০০টা পর্যন্ত দোকানপাট খোলা রাখার বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে গত ০৭/০৭/২০০৭ তারিখের বৈঠকে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে যথাশীঘ্র প্রজ্ঞাপন জারী হবে।

৬। দোকান মালিক সমিতির প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে তারা কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তদ্বিষয়ে এ সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।